202017 - “আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ও শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমজান” হাদিসটি সহিহ নয়; দুর্বল

প্রশ্ন

আমি জানতে চাই- রজব মাসের প্রথম রাত্রিতে বলতে হয় এমন কোন নির্দিষ্ট দু'আ আছে কি? দু'আটি হচ্ছে- “আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ও শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমজান।” আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে সহিহ হাদিসের উপর অটল রাখেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

রজব মাসের ফজিলতের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কোন বর্ণনা সহিহ সাব্যস্ত হয়নি। দেখুন 75394 ও 171509 নং প্রশ্নোত্তর।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“রজব মাসের ফজিলতের ব্যাপারে কোন সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়নি। ‘রজব’ মাসের আগের মাস ‘জুমাদাল আখেরা’ মাসের উপর রজব মাসের ভিন্ন কোন মর্যাদা নেই; শুধু এইটুকু রজব মাস হারাম মাসগুলোর একটি। রজব মাসে বিশেষ কোন রোজা নেই। বিশেষ কোন নামাজ নেই। বিশেষ কোন উমরা নেই। অন্য কোন ইবাদত নেই। রজব মাস অন্য যে কোন মাসের মতোই।”সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত। [লিকাউল বাব আল-মাফতুহ’ (২৬/১৭৪)]

দুই:

আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমাদ ‘যাওয়ায়িদুল মুসনাদ’ (২৩৪৬) এ, তাবারানি তাঁর ‘আল-আওসাত’ (৩৯৩৯) এ, বায়হাকি তাঁর ‘শুয়াবুল ঈমান’ (৩৫৩৪) এ, আবু নুআইম তাঁর ‘আল-হিলিয়া’ গ্রন্থে যায়েদা বিন আবু রুকাদ এর সূত্রে তিনি বলেন: যিয়াদ আল-নুমাইরি, আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: যখন রজব মাস প্রবেশ করত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বলতনে: “আল্লাহুম্মা বারকি লানা ফি রজব ও শাবান ওয়া বাল্লগি না রমজান”(অর্থ-হে আল্লাহ! রজব ও শাবান মাস আমাদরে জন্য বরকতময় করুন এবং আমাদরেকে রমজান পর্যন্ত পৌঁছয়িে দনি)। এ হাদসিটরি সনদ বা সূত্র দুর্বল। সনদরে বর্ণনাকারী যয়িাদ আল-নুমাইরি যয়ীফ (দুর্বল)। ইবনে মাঈন তাকে যয়ীফ আখ্যায়তি করছেনে। আবু হাতমি বলছেনে: তাকে দয়িে দললি পশে করা যাবে না। ইবনে হব্বিান তাকে দুর্বলদরে বই এ উল্লখে করে বলছেনে: তাকে দয়িে দললি পশে করা যাবে না।[মযিানুল ইতদিাল (২/৯১)]

বর্ণনাকারী যায়দিা বনি আবু রকিাদ আরও যয়ীফ (দুর্বল)। আবু হাতমি বলনে: তনিি যয়িাদ আল-নুমাইরি এর সূত্রে আনাস (রাঃ) থকেে বশে কছিু মারফু হাদসি বর্ণনা করছেনে যগেুলো ‘মুনকার’। এমন হাদসি আমরা তার সূত্রে অথবা যয়িাদ এর সূত্রে জানি না। বুখারি বলনে: ‘মুনকার উল হাদসি’। নাসাঈ বলনে: ‘মুনকার উল হাদসি’। নাসাঈ ‘আল-কুনা’ গ্রন্থে বলনে: ‘তনিি ছকিাহ (নর্িভরযোগ্য) নন’। ইবনে হব্বিান বলনে: “বখ্যিাত রাবীদরে থকেে মুনকার (অখ্যাত) হাদসি বর্ণনা করনে। তার হাদসি দয়িে দললি দয়ো যাবে না। তার হাদসি অন্য হাদসিরে সহায়ক হাদসি হসিবেে ববিচেতি হতে পার।” ইবনে আদি বলনে: “তনিি আল-মুকাদ্দামি ও অন্যদরে থকেে ‘ইফরাদ’ হাদসি বর্ণনা করনে। তার কছিু হাদসি সমালোচতি।”[তাহযবিুত তাহযবি ৩/৩০৫-৩০৬]

ইমাম নববী তাঁর ‘আল-আযকার’ গ্রন্থ (পৃষ্ঠা-১৮৯) এ, ইবনে রজব তাঁর ‘লাতায়ফিুল মাআরফি’ (পৃষ্ঠা- ১২১) এ এবং আলবানি তাঁর ‘যয়ফিুল জামে’ (পৃষ্ঠা-৪৩৯৫) এ হাদসিটকিে ‘যয়ফি’(দুর্বল) আখ্যায়তি করছেনে।

হাইছামি বলনে: বায্যার হাদসিটি বর্ণনা করছেনে। হাদসিটরি সনদে ‘যায়দিা বনি আবু রকিাদ’ রয়ছেনে। বুখারি বলনে: হাদসি বর্ণনাকারী হসিবেে অখ্যাত এবং অনকেে ইমাম তাকে ‘মাজহুল’ (অপরচিতি) বলছেনে।[মাজমাউল যাওয়দে (২/১৬৫)]

হাদসিটি দুর্বল; তদুপরি এ হাদসিরে মধ্যে এমন কোন দললি নইে যা প্রমাণ করবে য,ে রজব মাসরে প্রথম রাত্রতিে এটি বলা হব।ে বরং এটি বরকতরে জন্য সাধারণ দু’আ। এ দু’আ রজব মাসে বা রজব মাসরে আগওে বলা যাব।ে

তনি:

পক্ষান্তরে কোন মুসলমানরে রমজান মাস পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু’আ করতে কোন অসুবধিা নইে। হাফযে ইবনে রজব (রহঃ) বলনে: “মুয়াল্লা বনি ফজল বলনে তাঁরা ছয়মাস দু’আ করতনে রমজান মাস পাওয়ার জন্য এবং ছয়মাস দু’আ করতনে তাদরে আমলগুলো কবুল হওয়ার জন্য।” ইয়াইয়া বনি কাছরি বলনে: তাদরে দু’আর মধ্যে ছলি ‘হে আল্লাহ! আমাকে রমজান পর্যন্ত নরিাপদ রাখুন। রমজানকে আমার জন্য নরিাপদ করুন এবং রমজানরে আমলগুলো কবুল করে আমার কাছ

থেকে রমজানকে বিদায় করবেন।"[লাতায়েফুল মাআরেফ (পৃষ্ঠা- ১৪৮) থেকে সমাপ্ত।

শাইখ আব্দুল করিম আল-খুদাইরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

"আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ও শাবান ওয়া বাল্লিগ-না রমজান"হাদিসটির শুদ্ধতা কি?

তিনি জবাবে বলেন: এ হাদিসটি সাব্যস্ত নয়। কিন্তু কোন মুসলিম যদি রমজান পাওয়ার জন্য, রোজা পালন ও কিয়াম সাধনার তাওফিকের জন্য এবং লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য দু'আ করে অর্থাৎ সাধারণ দু'আ করে- ইনশাআল্লাহ এতে কোন অসুবিধা নেই।[শাইখের ওয়েব সাইট থেকে সংকলিত।

আল্লাহই ভাল জানেন।